ইসলামী দুনিয়া

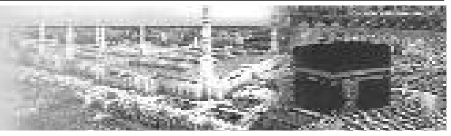

মাযলুমের ফরিয়াদ ও হাওয়ারীর করণীয়

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ/আবু হান্নাহ

যুলম-যালেম-মাযলুম এই শব্দ তিনটি আরবী হলেও সকল মানুষ এর অর্থ বোঝেন। আমাদের সমাজে কেউ কারো প্রতি অন্যায় আচরণ করলে তাকে যালেম বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর যে ব্যক্তি অন্যায় আচরণ বা নির্যাতনের শিকার হন তিনি মাযলুম হিসাবে পরিচিত। আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আলকুরআনের অনেক জায়গায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে তিনি যালেমকে পছন্দ করেননা। তিনি যালিমকে আখিরাতে কঠিন শাস্তি দিবেন। আর দুনিয়াতেও ফেরাউন-শাদ্দাদ, নমরুদসহ কিছু যালিমের করূণ পরিণতি এবং আদ-সামুদসহ বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হওয়ার ঘটনা দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই প্রবন্ধে যালিমের পরিণতি নিয়ে আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়। আমি বর্তমান পরিস্থিতিতে মাযলুম ও হাওয়ারীর করণীয় নিয়েই কিছু কথা তুলে ধরতে চাই।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে যালিমদের কথা যেমনি আছে তেমনিভাবে যালেমের বিরুদ্ধে মাযলুমের সাহায্যে কিভাবে অতীতে অনেকেই ভূমিকা পালন করেছেন তার উল্লেখ আছে। হযরত ঈসা (আ) তৎকালীন শত্রুদের আক্রমনে অতিষ্ঠ হয়ে যখন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছিলেন - মান আনসারি ইলাল্লাহ- আল্লাহর দ্বীন প্রচারে কে আমার সাহায্যকারী হবে? প্রত্যুত্তরে বারজন লোক আনুগত্যের শপথ করে এবং খৃস্টধর্ম প্রচারে হযরত ঈসাকে সাহায্য করে। তাঁরা হযরত ঈসার আন্তরিক বন্ধু হিসাবে ভূমিকা পালন করেন। আল-কুরআনের সুরা সফে তাঁদেরকেই "হাওয়ারী " হিসাবে উল্লেখ করা হয় (তাফসীর মাআরেফুল কুরআন)।

প্রত্যেক যুগেই যেমনি কিছু যালিম থাকে তেমনি হাওয়ারীও থাকে যারা মাযলুমের পক্ষে ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমানে মনে হচ্ছে যালিমের যুলমের তুলনায় হাওয়ারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেননা বা করতে পারছেননা। এই কথা ঠিক যে, আল্লাহ পাক মাযলুমের কথা সরাসরি শোনেনন; মাযলুমের ফরিয়াদ সাথে সাথেই কবুল করেন। তাই মাযলুমকে অসহায় মনে করার কোন কারণ নেই। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং মাযলুমের সাহায্য করেন। তবে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাহদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলে তাদেরকে আরও কাছে টেনে নিতে চান। তাই তাদেরকে মাঝে মধ্যে কঠিন পরীক্ষার সনুখীন করেন। এই ধরনের পরীক্ষায় মাঝে মধ্যে ফেরেশতা পাঠিয়ে তিনি সাহায্য করেন। যেমন বদর যুদ্ধে অনেকে ফেরেশতা ঈমানদারদের সাহায্যে প্রেরণ করা হয়। এই প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের সাহায্য করেন। এই প্রসংগে আল্লাহ পাক বলেন, (হে নবী!) আপনার আগে আমি রাসূলগণকে তাদের কাওমের নিকট পাঠিয়েছি এবং তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছেন। তারপর যারা আপরাধ করেছে তাদের থেকে আমি প্রতিশোধ নিয়েছি। আর আমার উপর মুমিনদের এ অধিকার ছিলো যে, আমি তাদেরকে সাহায্য করি। (রুম ঃ ৪৭) এই প্রসংগে আল্লাহ পাক আরও বলেন , " নিশ্চয়ই যদি তোমরা সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো, তাহলে যখনই দুশমন তোমাদের উপর চড়াও হয়ে আসবে তখনই তোমাদের রব (তিন হাজার নয়) পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। (আলে ইমরান ঃ ১২৫)

আল্লাহ পাক মাযলুমের সাহায্য করেন তাই বলে কি আমাদের কোন করণীয় নেই? আমাদের অবশ্যই করণীয় রয়েছে। রাসুলে কারীম (সা) মাযলুমের সাহায্য করার জন্য সরাসরি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন " উনসুর আখাকা যালিমান আও মাযলুমান"- এই হাদীসের আলোকে যালেম ও মাযলুম উভয়কে সাহায্য করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ আমরা মাযলুমকে সাহায্য করতে পারি কিন্তু যালেমকে কিভাবে সাহায্য করব? আল্লাহর রাসুল (সা) জবাবে বলেছেন যুলম থেকে বিরত রাখার চেষ্টার মাধ্যমেই যালেমকে সাহায্য করা যায়। যালেম যদি যুলম করার সময় প্রতিবন্ধকতার সনুখীন হয় তাহলে সে কম যুলম করবে আর এর ফলে তার কম পাপ হবে।

আমাদের সমাজে অনেকেই যালেমকে এত বেশী ভয় পান যে তারা যুলমের প্রতিবাদ করার সাহস পাননা। আর কেউ কেউ যালেমকে ঘৃণা করেন সত্য কিন্তু প্রকাশ্যে মাযলুমের সাহায্য করতেও ভয় পান। আর কেউ আছেন তারা যালেমকে যুলম করতে আরও বেশী উৎসাহিত করেন। আর কেউ আছেন যালেম এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর থাকেন আর মাযলুমের পক্ষে সম্ভাব্য সকল ধরনের সহযোগিতা করেন। আর কিছু মানুষ যুলম এর তীব্রতা দেখার পরও নীরব ভূমিকা পালন করেন? আমার আফসোস লাগে আমরা কিভাবে যুলম দেখে নীরব ভূমিকা পালণ করি? মাযলুমের কান্নার আওয়াজ শোনেও না শোনার ভান করি? অথচ আমরা হাওয়ারীর ভূমিকা পালন করার কথা ছিল। আমি মনে করি মাযলুমের কান্না শোনার পরও যদি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করি তাহলে একদিন আমাদেরকে জবাবদিহীর সনুখীন হতে হবে এবং নিজেদের বিবেকের কাছেও অপরাধী হয়ে থাকতে হবে আমরণ। হয়তবা এমন সময় আসবে তখন বর্তমানের নীরব ভূমিকার জন্য শুধু অনুশোচনা- কান্নাই করব। তাই সময়মত আমাদের করণীয় পালন করতে হবে।

এখন চিন্তা করা দরকার আমাদের করণীয় কি? বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের করনীয় সম্পর্কে আলোচনার আগে অতীতে যুগে যুগে আল্লাহর প্রিয় বান্দাহগণ পরীক্ষার সনুখীণ হয়ে কি করেছেন এবং কুরআন ও হাদীসে এই সম্পর্কে কি নির্দেশনা রয়েছে তা তুলে ধরতে চাই।

আমাদের প্রথম করণীয় হচ্ছে নামায ও ধৈর্য্যের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা করা। সূরা বাক্বারার ৪৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, "সবর ও নামায দ্বারা তোমরা সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই নামায খুব মুশকিল কাজ। কিন্তু ঐসব অনুগত লোকদের জন্য মুশকিল নয়, যারা মনে করে যে, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আপন রবের সাথে দেখা করতেই হবে এবং তাঁরই কছে ফিরে যেতে হবে"। এই আয়াতে দুটি করণীয় বিষয়ের উল্লেখ আছে: ১. কঠিন মুহুর্তে নআল্লাহর কাছে ধরনা দেয়া ২. ধৈর্য্য ধারণ করা। আল্লাহর রাসুল (সা) বদর যুদ্ধের কঠিন মুহুর্তে সিজদাবনত হয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছেন, " হে আল্লাহ আজ যদি মুসলমানেরা পরাজিত হয় তাহলে তোমার জমীনে তোমার ইবাদত করবে কে"? আজকের যুগেও আমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাতে হবে; তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। কঠিন মুহুর্তে সদা সর্বদা তাঁকেই ডাকতে হবে। এই প্রসংগে আল্লাহ ইরশাদ করেন, " তোমরা আমাকে ডাক আমি সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে-(আল গাফির ৬০)। কিভাবে দোয়া করতে হবে আল্লাহ তাও শিখিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসংগে আল্লাহ বলেন: বল আল্লাহ বলে আহবান কর কিংবা রহমান বলে যে নামেই আহবান করোনা কেন সব সুন্দর নাম তাঁরই- (ইসরা ১১০)।

আল্লাহর রাসূল (সা) এর ভাষায় দোয়া হচ্ছে মু'মিনের অস্ত্র। দুনিয়ার কোন শক্তি যত বড় অস্ত্র নিয়ে আসুকনা কেন দোয়ার অস্ত্রের কাছে সব কিছু তুচ্ছ। আল্লাহ যদি ইচ্ছে করেন তবে সকল অস্ত্রকে অকার্যকর করে দিতে পারেন। অতীতে অনেক সময় তা করে তাঁর কুদরত দেখিয়েছেন। তবে এর অর্থ এ নয় যে মু'মিনরা জাগতিক কোন উপায় উপকরণ ব্যবহার করবেনা- মু'মিনদেরকে সামর্থ্য অনুসারে জাগতিক উপায় উপকরণ ব্যবহার করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। দোয়ার রেজাল্ট কখনও দুনিয়াতে চোখে পড়ে আর কখনও দুনিয়াতে চোখে পড়েনা। তবে আখিরাতে তা দেখতে পাওয়া যাবে। তাই দোয়া করাকে গুরুত্বহীণ ভাবা যেমনি ঠিক নয় অনুরূপভাবে দোয়ার রেজাল্ট পেতে বিচলিত হয়ে যাওয়া উচিত নয়। আল্লাহ সকল মু'মিনের দোয়া শোনেন। কার দোয়ার কখন উত্তর দিবেন তা তিনিই ভাল জানেন। তিনি তাঁর বান্দার জন্য যা কল্যাণকর তাই করেন- এই বিশ্বাস সকল মু'মিনকে রাখতে হবে।

মু'মিনদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে দোয়া করাকে আল্লাহ পছন্দ করেন। যারা দোয়া করেন আল্লাহ তাদের উপর খুশী হন। আর যারা দোয়া করেনা আল্লাহ তাদের উপর অসন্তুষ্ট হন। এই প্রসংগে একটি হাদীস উল্লেখ করছি। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলে কারীম সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেনা আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন (তিরমিযি)। এর কারণ সম্ভবত এই যে এর মাধ্যমে অহংকার ফুটে উঠে। কেননা আল্লাহর কাছে দোয়া করার অর্থ হচ্ছে নিজেকে ছোট ভেবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। আর দোয়া না করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কাছে ব্যক্তির কোন প্রয়োজন নেই। জীবনে যত সমস্যা আসে তা সমাধানে ব্যক্তি নিজেই যথেষ্ট। আর যদি মনে করা হয় অন্য কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্র তাকে সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট তাহলে আল্লাহর সাথে শিরক করা হয়। কেননা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কারো সাহায্য করতে পারেনা। হ্যাঁ! আমরা অনেক সময় সমাজের একে অন্যের মাধ্যমে পরস্পরের প্রয়োজন পূরণ করতে দেখি এই কারণে কোন ব্যক্তির কাছে কোন কিছু চাওয়া অবৈধ নয়। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ কাংখিত জিনিস ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে দেয়ার ফায়সালা করলেই তা পাওয়া যেতে পারে এছাড়া নয়। তাই সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

আল্লাহর কাছে দুআ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কিয়ামুলাইল তথা তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে গভীর রাতে কান্না কাটি করা। এই প্রসংগে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, " হে চাদর মুড়ি দিয়ে শায়িত ব্যক্তি! । কিছু সময় বাদ দিয়ে রাতের বেলা নামাযে দাঁড়িয়ে থাকুন। আধা রাত বা তার চেয়ে কিছু কম করুন। অথবা তার চেয়ে কিছু বেশি বাড়ায়ে নিন আর কুরআন খুব থেমে থেমে পড়ুন। নিশ্চয়ই আমি আপনার উপর একভারী কথা নাযিল করবো। আসলে রাতজাগা নাফসকে দমন করার জন্য খুব বেশি (ফলদায়ক) এবং (কুরআন) ঠিক মতো পড়ার জন্য বেশী উপযোগী। দিনেরবেলা তো আপনার জন্য অনেক ব্যস্ততা আছে। আপনার রবের যিকর করুন এবং সবকিছু থেকে আলাদা হয়ে তাঁরই হয়ে থাকুন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। অতএব তাঁকেই নিজের উকিল অভিভাবক বানিয়ে নিন। আর লোকেরা যা বলে বেড়াচ্ছে সে বিষয়ে সবর করুন এবং ভদ্রভাবে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যান। মুযাম্মিল- ১-১০

দ্বিতীয় করণীয় হচ্ছে সর্বদা বিপদ মুসীবত স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং সবরের পথ অবলম্বন করতে হবে। এই প্রসংগে কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে: তোমাদের এ কী অবস্থা হলো যে, যখন তোমাদের উপর মুসীবত এসে পড়লো তখন তোমরা বলতে লাগলে এ কোথা থেকে এলো? অথচ (বদরের যুদ্ধে) তোমাদেরই হাতে (বিরোধীদের উপর) এর দ্বিগুণ মুসীবত এসে পড়েছিলো। হে নবী! আপনি তাদেরকে বলে দিন ঃ এ মুসীবত তোমাদের নিজেদের কারণেই এসেছে। আল্লাহ এসব বিষয়ের উপর ক্ষমতা রাখেন- বাক্বারা ১৬৫।

বিপদ মুসীবত দেখে ভয় পেলে চলবেনা। বিপদ মুসীবতকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহন করতে হবে। ধৈর্য্য , সাহসিকতা ও হিকমাতের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। এই প্রসংগে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছো! সবর ও নামায থেকে সাহায্য লও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরই সাথে আছেন, যারা সবর করে। যারা আল্লাহর পথে মারা যায়, তাদেরকে মৃত বলো না। এরা তো আসলে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের ধারনা হয় না। আমি অবশ্যই ভয়-বিপদ, ক্ষুধা, জান ও মালের ক্ষতি এবং আয় কমিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবো। এসব অবস্থায় যারা সবর করে, তাদেরকে সুখবর দাও, যারা বিপদে পড়লে বলে যে, "আমরা আল্লাহর-ই এবং আল্লাহর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।" তাদের উপর তাদের রবের পক্ষ থে কে বড়ই মেহেরবানী হবে এবং তাঁর রহমত তাদের উপর ছায়া দেবে। আর এ রকম লোকেরাই সঠিক পথে চলছে- (বাক্বারা ঃ ১৫৩-১৫৭)।

কঠিন পরীক্ষায় শত নির্যাতনের মুখেও যারা সবর করে আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরুষ্কার দান করেন। এই প্রসংগে আল্লাহ বলেন, " যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে আমি বেহেশতের উচু দালানে রাখবো, যার নিচে ঝরনাধারা বহমান থাকবে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। কতোই না ভালো বদলা ঐসব আমলকারীদের জন্য, যারা সবর করেছে এবং যারা তাদের রবের উপর ভরসা রাখে। (আনকাবুত ঃ ৫৮-৫৯)

তৃতীয় করণীয় হচ্ছে ঈমানের পথে অটল ও অবিচল থাকতে হবে। এই প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন "যারা ঘোষণা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, তারপর এ কথার উপর মযবুত ও অটল হয়ে রয়েছে, নিশ্চয়ই তাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল হয় এবং তাদেরকে বলে, "ভয় পেয়ো না, চিন্তাও করো না। ঐ বেহেশতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও, যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছে"- (হা-মীম আস সিজদাহ ৩০)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহর রাসূলের একটি হাদীস উল্লেখ করছি। হযরত সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ সাকাফী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল আপনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি (চূড়ান্ত) কথা বলে দিন যা সম্পর্কে আপনার পরে আর কারও নিকট জিজ্ঞাসা করবনা। অন্য আরেক রেওয়ায়েতে আছে আপনি ব্যতীত আর কাউকে জিজ্ঞাসা করবনা। উত্তরে হুযুর (সা) বললেন: তুমি বলো! আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতপর এ কথা ও বিশ্বাসের উপর অটল অবিচল থাকো- (মুসলিম)। এই হাদীসে বর্ণিত ইস্তেকামাত অর্থ হল স্থিতিশীল থাকা, প্রতিষ্ঠিত থাকা। আর শরীয়তের পরিভাষায় সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শের উপর অবিচল প্রতিষ্ঠিত থাকাকে ইস্তেকামাত বলে। মেশকাত শরীফের শরাতে উল্লেখ আছে যে, এই হাদীসে বর্ণিত এর মধ্যে তাওহীদ রয়েছে আর মধ্যে যাবতীয় প্রকারের ইবাদত অন্তর্ভুক্ত। কেননা ইস্তেকামাত হচ্ছে যাবতীয় আদেশ পালন করা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা। উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে যারা ঈমান আনে এবং বাধা বিপত্তি মোকাবিলা করে দীনের উপর অটল ও অবিচল থাকে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

আসহাবে রাসূলগণ ঈমান আনার পর ঈমানের দাবী পূরণে বাপ-দাদার রুসম রেওয়াজ ত্যাগ করেছেন। নিজ জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে হিজরত করেছেন। অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে দীনের উপর অটল ও অবিচল ছিলেন। আসহাবে রাসূলদের মাঝে প্রথম পর্যায়ে যারা ইসলাম কবুল করেন তাদেরকে গোপনে নামায আদায় করতে হতো। তারা কোন পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে নামায আদায় করতেন। কখনও কখনও কাফেররা দেখে ফেলতো এবং তাঁদের উপর অত্যাচার চালাতো তারপরও তাঁরা দীনের পথ থেকে অন্য পথে যেতেননা। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এই বিষয়টিই ফুটে উঠেছে যে, আল্লাহর রাসূল (সা) ও তাঁর সংগী সাথীগণ নানাবিধ বাধা মোকাবিলা করেই আল্লাহর দীন পালনের উপর অটল ও অবিচল ছিলেন। বর্তমান সময়েও যাঁরা ঈমানদার তাঁদেরকে বাধা বিপত্তির মুখে সত্যের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হবে। তাহলেই আল্লাহর রাসূল ও তাঁর আসহাবদের জন্য যেই জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে আমরাও সেই জান্নাতে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবো। বর্তমান সময়েও ঈমানের দাবী পেশ করার অপরাধে অনেককে চাকুরীচ্যুত হতে হয়; নাগরিকত্ব পায়না বা বাতিল করার চক্রান্ত করা হয়। ইসলামের নির্দেশ মেনে চলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধা দেয়া হয়। এমনকি বিভিন্ন বন্দী শিবিরে নিপীড়ন ও নির্যাতন পর্যন্ত চালানো হয়। এসব কিছু প্রত্যক্ষ করারপরও একজন সত্যিকার ঈমানদার ঈমানের পথে অটল ও অবিচল থাকে।

চতুর্থ করণীয় হচ্ছে: নানা ধরনের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে আদর্শের প্রতি মযবুত বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই সন্দেহ সংশয় যেন প্রতিচ্ছন্ন চিন্তা ভাবনার উপর জয়ী হতে না পারে। এই প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: মু'মিন তো আসলে তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে আর তারপর সংশয়ে লিপ্ত হয়না- হুজরাত ১৫। ঈমান নিয়ে সন্দেহ ও সংশয়ের নানা কারণ থাকতে পারে। ইসলাম সম্পর্কে নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচারণার মাধ্যমে ঈমানীয়াতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদিতে সন্দেহের বীজ বপন করা হচ্ছে। যেমন কুরআন আল্লাহর বাণী কিনা এই সম্পর্কে সন্দেহের বীজ বপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সত্যিকার ঈমানদারেরা কোন অবস্থাতেই ঈমানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে সন্দেহ-সংশয়ে পতিত হয়না।

পঞ্চম করণীয় হচ্ছে, দৃঢ়তা থাকতে হবে কিন্তু উগ্রতা কিংবা বাড়াবাড়ি করা যাবেনা। এই প্রসংগে আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন: "হে ঈমানদারগণ সবরের পথ অবলম্বন করো, বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও। হকের খিদমত করার জন্য উঠে পড়ে লাগো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে"- (আলে-ইমরান ২০০)। মাওলানা মওদূদী (রহ) বলেন, এই আয়াতে উলেখিত সাবিরূ শব্দের দুইটি অর্থ হয়।

২৯ পৃঃ দেখুন